ফের পরীক্ষা কণিকার
করোনা রিপোর্ট পজিটিভ

বলিউড শিল্পী কণিকা কাপুরের কোভিড ১৯ পজিটিভ। তাঁর পরিবারের অভিযোগের পর ফের পরীক্ষা করা হয় শিল্পীকে। অভিযোগ ওঠে, কণিকার রিপোর্টে বয়স এবং লিঙ্গ ভুল আছে। এরপর হাসপাতাল থেকে আবারও টেস্টের ব্যবস্থা করা হলে সে রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে বলে খবর। লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল সায়েন্স-এর ডিরেক্টর ডক্টর আর কে ধীমান বলেছেন, তাঁকে দেখভাল করা হচ্ছে না বলে যে অভিযোগ কণিকা করেছেন, সেটি সর্বৈব মিথ্যা। কণিকার দেখভাল করার জন্য চারঘণ্টা অন্তর চিকিৎসাকর্মীদের শিফট বদল হচ্ছে। এই চারঘণ্টায় তাঁরা কেউ কিছু খেতে, এমনকি জল পর্যন্ত খেতে পারেন না। কারণ পুরোটাই মেডিকেল জিনিসপত্রে ঢেকে থাকে তাঁদের শরীর। এই চারঘণ্টার মধ্যে দফায় দফায় কণিকার ঘর পরিষ্কার করা হয়। তাঁকে খাবার এবং ওষুধ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে কণিকা নিজে বলছেন, সকাল থেকে তাঁকে বিশেষ কিছু খেতে দেওয়া হয় না। ঠিক সময়ে ওষুধ মিলছে না। কিছু কিছু খাবারে তাঁর অ্যালার্জি আছে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে না। কণিকা কাপুর এবং সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল সায়েন্স-এর মধ্যে বিবাদ সুতরাং তুঙ্গে।

কণিকা কাপুর এবং সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল সায়েন্স-এর মধ্যে বিবাদ এখন তুঙ্গে

চলে গেলেন সত্যজিতের আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ

বিশিষ্ট আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ ছেড়ে গেলেন পৃথিবীর সবটুকু মায়া। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটায় নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৮৬ বছরের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। গত ডিসেম্বর থেকেই অসুস্থ তিনি। শেষ কয়েকদিন খাওদাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন, 'বিশিষ্ট আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। দু দশকের বেশি সময় ধরে তিনি বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে আলোকচিত্রী হিসেবে অসামান্য কাজের নজির রেখেছেন। পদ্মশ্রী সহ বহু সম্মানে ভূষিত নিমাই ঘোষের প্রয়াণে ফোটোগ্রাফি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল।'

উল্লেখ্য, নিমাই ঘোষের নাম সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সমার্থকভাবে উচ্চারিত হয়। জন্ম ১৯৩৪। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার শুরু 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ছবির সেটে। ১৯৬৯ সাল থেকে প্রায় দু দশক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা। ১৯৯১ সালের 'আগন্তুক' ছবিতেও স্থিরচিত্রী হিসেবে কাজ করেছেন নিমাইবাবু। দীর্ঘ আলোকচিত্রী জীবনে ৯০ হাজারেরও বেশি ছবি তুলেছেন তিনি। ২০০৭ সালে অলঙ্কৃত করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জুরি সদস্যের পদ। ২০১০ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন এই বিশিষ্ট আলোকচিত্রী।

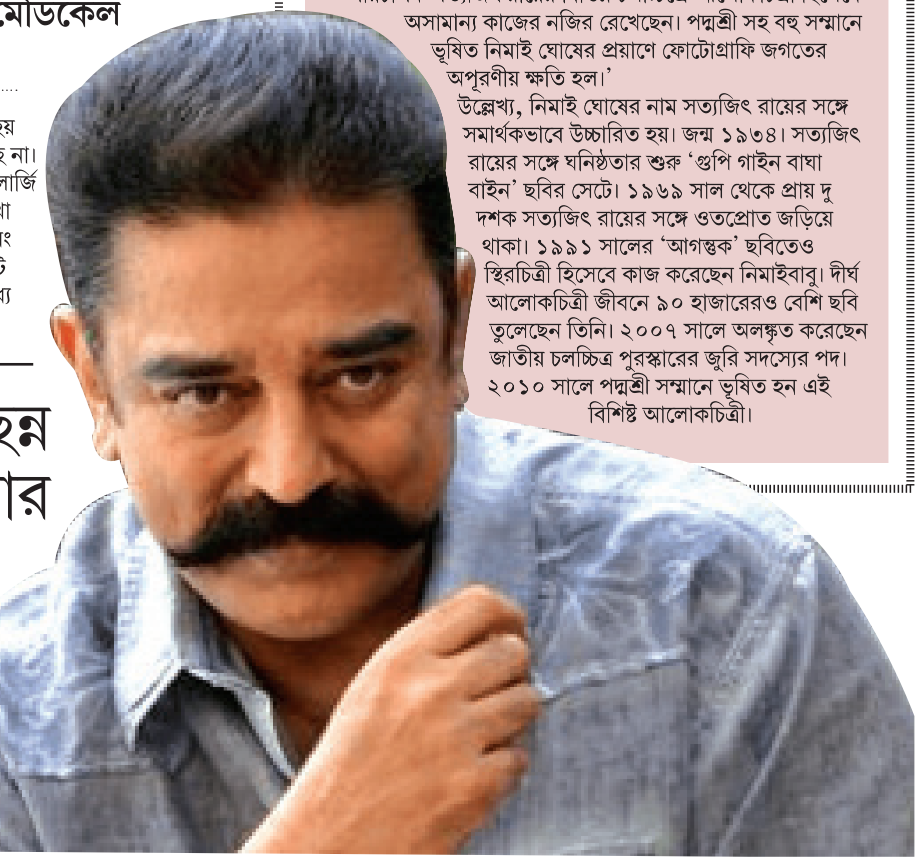

আলাদা আলাদা বাড়িতে বিচ্ছিন্ন কমল হাসানের পরিবার

করোনা-আতঙ্কের মধ্যেই দশদিন আগে লন্ডন থেকে ফিরেছেন শ্রুতি হাসান। দেশে ফিরে ব্যতিক্রমী কথা শুনিয়েছেন তিনি। শ্রুতি, তাঁর বোন অক্ষরা, মা সারিকা আর বাবা কমল হাসান কেউ কারও সঙ্গে নেই এখন। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা বাড়িতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন। সারিকা আর অক্ষরা রয়েছেন মুম্বইয়ের দু জায়গায়। কমল আছেন চেন্নাইয়ে। শ্রুতিও। তবে তফাতে। সংক্রমণের কোনও সম্ভাবনা রাখেননি তাঁরা। তাঁদের একা-একা থাকা নিয়ে শ্রুতি হাসান বলছেন, 'যদি তুমি নিজের সঙ্গে নিজে সময় কাটাতে না পারো, তাহলে তুমি একেবারেই ভালো সঙ্গী নও।'

টেলি অভিনেত্রী থেকে সরকারি নার্স
করোনা সচেতনতায় বিশেষ বার্তা

এই মুহূর্তে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন। তাঁদের সব ধরনের ছুটি বাতিল হয়েছে। মহিলা নার্সদের অনেকেই সন্তানসম্ভবা অবস্থাতেও পালন করে চলেছেন পেশাগত দায়িত্ব। 'শুভদৃষ্টি' ধারাবাহিকের খল চরিত্রের অভিনেত্রী সুকন্যা গোস্বামীকে হয়তো অনেকেরই মনে আছে। বর্তমানে তিনি সরকারি নার্স। সম্প্রতি তিনি চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কঠিন সময়ের কথা জানিয়েছেন।

'আমার এখন যেখানে পোস্টিং, সেখানে আমরা তিনজন প্রেগন্যান্সি নিয়েই কাজ করছি। এমন একটা এমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে আমাদের পেশাগত সব দায়িত্ব পালন তো করতেই হবে। এখন আগামী প্রায় দু মাস আমাদের সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে,' বলছেন সুকন্যা।

সুকন্যা জানালেন, করোনা সংক্রমণ আটকাতে প্রয়োজন এন ৯৫ মাস্ক, যা প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ নেই। এ রাজ্যে তো নেই, সারা দেশেও নেই। যদি সাধারণ মানুষ বারণ সত্ত্বেও বেশি ঘোরাঘুরি করেন বা হাত ধোয়ার অভ্যাস তৈরি না করেন, তবে সংক্রমণ ছড়াবেই। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবার উপর প্রবল চাপ তৈরি হবে। ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে সরকারি নার্স হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন সুকন্যা। প্রথমে কর্মরত ছিলেন এমআর বাঙ্গুরে। মাস দেড়েক হল ট্রান্সফার নিয়েছেন হাওড়ায়। এখন তিনি প্রায় চারমাসের গর্ভবতী। কিন্তু দায়িত্ব থেকে সরে যাননি। তাঁর পরিবারও সুকন্যার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন।

কলকাতার একটি বেসরকারি ইন্সটিটিউটে মডেলিং করতেন। অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্নও ছিল। অডিশন দিয়ে সুযোগ পান 'শুভদৃষ্টি' ধারাবাহিকে। নার্সিং পাসের পর শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ট্রেনি ছিলেন সুকন্যা। পরে অভিনয় ছেড়ে পুরোপুরি নার্সিংয়েই চলে আসেন। চিকিৎসা মহলের তরফে সুকন্যা অনুরোধ করছেন, 'মানুষের কাছে আবেদন, আমরা অনেকেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, গর্ভস্থ সন্তানের ঝুঁকি নিয়ে কাজে আসছি। মানুষ যদি একটু সতর্কতা অবলম্বন করেন, হাত স্যানিটাইজ করা, দূরত্ব বজায় রাখা, যথাসম্ভব বাড়িতে থাকা, বাইরের খাবার বেশি না খাওয়া ইত্যাদিগুলো মেনে চলেন, তাহলে আমাদের উপর কিছুটা হলেও চাপ কমবে।'

করোনা সচেতন করলেন সলমন শাহরুখ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে ভারতেও। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উঠেপড়ে নেমেছেন বলিউড তারকারা। সুপারস্টার সলমন খান সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন একটি ভিডিয়ো। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমার নাম সলমন খান। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এবং পুলিশ প্রশাসনকে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা এই পরিস্থিতিতে কাজ করে চলেছেন। এটা ছুটির সময় নয়, খুব কঠিন পরিস্থিতি। কোথাও ভিড় করবেন না। সরকারি নির্দেশ মেনে চলুন। হাত ধোবেন, মাস্ক পরবেন, নিজেকে এবং অন্যকে সুরক্ষিত রাখবেন। প্রাণ বাঁচাতে হলে এগুলো করতেই হবে।' হালে হলিউডের 'অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেম' ছবির পরিচালক জো রুসো একটি সাক্ষাৎকারে সলমনের প্রশংসা করে বলেছেন, আমি 'দাবাং' ছবিটা দেখেছি। সলমন খান অসাধারণ অভিনয় করেছেন। দারুণ এনার্জি। অ্যাকশন দৃশ্যেও তিনি অনবদ্য। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছেন সলমনের ভক্তরা। দর্শকদের মনোরঞ্জনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।'

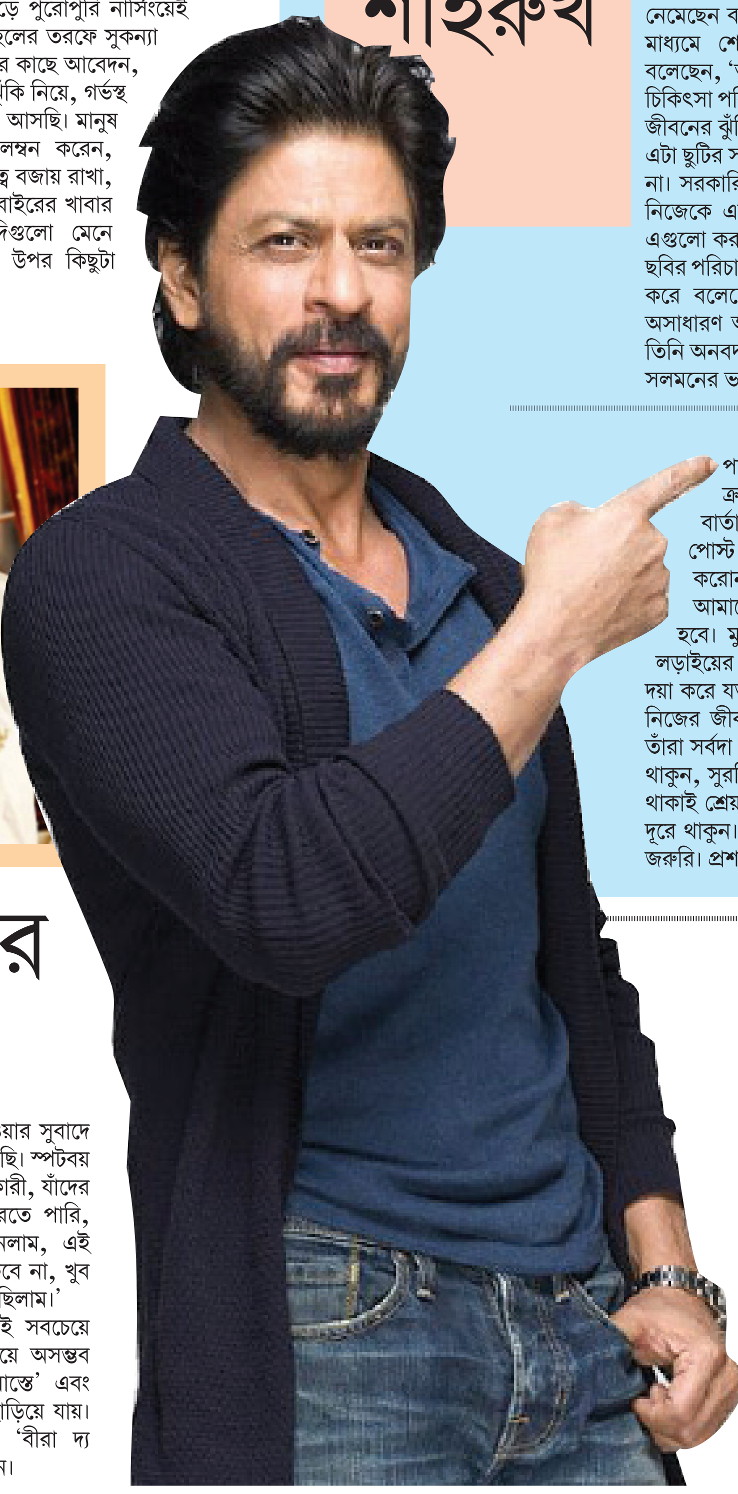

বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাস নিয়ে এবার দেশের পাশে দাঁড়ালেন শাহরুখ খান। গোটা দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ভিডিও বার্তা দিলেন শাহরুখ। টুইটারে নিজের যে ভিডিও তিনি পোস্ট করেছেন, তাতে স্পষ্ট বলেছেন, 'দুনিয়া জুড়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের একজোট হতে হবে। বর্তমান অবস্থাকে হারাতেই হবে। মুম্বই পুরনিগম এবং কস্তুরবা হাসপাতাল পুরোপুরি লড়াইয়ের জন্য তৈরি। আমি সকলের কাছে আবেদন করছি, দয়া করে যতটা সম্ভব ঘরে থাকুন। চিকিৎসকরা রয়েছেন। তাঁরা নিজের জীবনের পরোয়া করছেন না। আপনার, আমার জন্য তাঁরা সর্বদা হাজির। আসুন, আমরা সহযোগিতা করি। যেখানেই থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন। হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢাকুন। বাড়িতে থাকাই শ্রেয়। আশপাশের কারও সর্দিকাশি হলে, তাঁদের থেকে দূরে থাকুন। মনে রাখবেন, এই সুরক্ষা আমাদের সকলের জন্য জরুরি। প্রশাসনকে সাহায্য করা আমাদের সকলের কর্তব্য।'

একসঙ্গে অমিতাভ ক্যাটরিনা

করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক কাটলেই বিকাশ বহেল তাঁর পরের ছবির শুটিং শুরু করবেন। ছবির সম্ভাব্য নাম 'ডেডলি'। বাবা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে ছবি। বাবার ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চন ও মেয়ে ক্যাটরিনা কইফ। ছবির গল্প একজন মানুষের নিজেকে খোঁজা নিয়ে। ক্যাট চাইছেন অন্য ধরনের চরিত্রে এক্সপেরিমেন্ট করতে, তাই স্ক্রিপ্ট শুনেই 'হ্যাঁ' বলে দেন। অমিতাভর সঙ্গে তিনি ও পরিচালক দুজনেই ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আশা করছেন ঠিক সময়ে তিনিও ছবি সাইন করবেন।

এর আগে অমিতাভ ও ক্যাটরিনা একটি বিজ্ঞাপন-চিত্রে বাবা-মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

দৈনিক মজুরির মানুষদের জন্য গায়িকার দান

ব্যতিক্রমী নজির রাখলেন বলিউডের নেপথ্যশিল্পী ধোয়ানি ভানুশালী। রবিবার তিনি পা দিলেন বাইশ বছরে। সারা দেশ জুড়ে যখন জনতা কার্ফু এবং তা শেষ হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানে করতালি, শঙ্খবাদন চলছিল, ধোয়ানিও পিছিয়ে থাকেননি। তবে কাজটি করলেন একেবারে নিঃশব্দে। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে যে দিনপিছু পারিশ্রমিকের টেকনিশিয়ানরা বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের দেখভালের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করলেন ধোয়ানি ভানুশালী। এই দান গেল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন প্রোডিউসার্স গিল্ডের তহবিলে।

ধোয়ানি বলছেন, 'ইন্ডাস্ট্রির একজন হওয়ার সুবাদে ক্যামেরার পিছনে ঠিক কী হয়, তা আমি দেখেছি। স্পটবয় থেকে লাইটম্যান হয়ে রাঁধুনি এবং পরিবেশনকারী, যাঁদের জন্য আমরা আমাদের কাজটা সুষ্ঠভাবে করতে পারি, তাঁদের অবস্থাই সবচেয়ে করুণ। যখন শুনলাম, এই পরিস্থিতিতে তাঁদের পকেটে এক পয়সাও ঢুকবে না, খুব খারাপ লাগছিল। তাঁদের জন্য কিছু করতে চাইছিলাম।'

ধোয়ানি ভানুশালীর রেকর্ড হল, তিনিই সবচেয়ে কমবয়সী শিল্পী, যিনি ইউটিউবে সিঙ্গল গেয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর 'ওয়াস্তে' এবং 'লাজা রে' সিঙ্গলদুটি ৭০০ মিলিয়ন ভিউ ছাড়িয়ে যায়। এরপর 'শেফ', 'বদ্রিনাথ কি দুলহনিয়া', 'বীরা দ্য ওয়েডিং' প্রভৃতি ছবিতেও তিনি গান গেয়েছেন।

ব্রহ্মাস্ত্র ছবির মুক্তি পিছোল আবারও

করোনা ভাইরাসের ভয়ে দেশের সব পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ই বদলেছে বা বদলাচ্ছে। নতুন সংস্করণ ব্রহ্মাস্ত্র-র মুক্তি পিছোল। করণ জোহারের এই বহু প্রতীক্ষিত ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ২০২০-র ডিসেম্বরে। করোনার কারণে সেটি পিছিয়েছে এবং কবে মুক্তি পাবে, তাও জানা যায়নি। 'ছবির চূড়ান্ত পর্যায়ের শুটিং অমিতাভ, রণবীর, আলিয়া ও নাগার্জুনকে নিয়ে হওয়ার ছিল। এখন হচ্ছে না। পরবর্তী সিদ্ধান্তের আগে কিছু জানানোও যাবে না।' সূত্রের খবর এমনটাই।

অনেকবার বদলে যাওয়ার পর ৪ ডিসেম্বর, ২০২০ ছবির মুক্তির দিন ঠিক হয়। আবারও সেটা বদলে গেল।

২০২১-এ যদি ব্রহ্মাস্ত্র ছবিটি মুক্তি পায়, তাহলে ২০২০-তেও রণবীর কাপুরের কোনও ছবি মুক্তি পাবে না!